মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর রাজত্বে চরম শূন্যতা

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের মেহেরপুরের বাড়ি এখন জনশূন্য। দুর্দান্ত প্রতাবশালী ফরহাদের বিরুদ্ধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তার নিজ আসনের সব শ্রেণির মানুষ।

গত ৫ আগস্ট দুপুর পর্যন্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে কাঠাতিনেক খোলা জায়গা ছাড়িয়ে বাইরে প্রধান সড়কের পাশে অগণিত প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেলের সারি থাকতো। মন্ত্রীর কারণে বাড়িটিতে কোন রাত নামতো না। দলীয় কার্যক্রম ছাড়াও সামাজিক কার্যক্রম আর দেনদরবারের নারী পুরুষের ভিড় লেগে থাকতো। বাড়িটিতে হাজিরা না দিলে মন্ত্রীর আস্থা হারিয়ে যেত। জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনসহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীও হাজিরা দিতে বাধ্য হতেন। নাহলে তাকে হতে হতো হয়রানীর শিকার।

জেলাজুড়ে সরকারি কর্মকর্তা, দলীয় নেতা-কর্মীকে উঠতো বসতে হতো মন্ত্রীর দেয়া নির্দেশনাতে। আহা- সেই বাড়ি এখন শুনসান নিরবতা। ক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভের চিহ্ন সেই বাড়ির সামনে। আর এইসব ক্ষোভের বহিপ্রকাশ- দলে মারাত্মকভাবে বিভাজন তৈরী করা। প্রশাসনকে অধিনস্ত কর্মচারীর মতো দেখা, দলে নেতৃত্ব সৃস্টি হতে না দেয়া। একক সিদ্ধান্তে সব কিছু করা, ট্রাক প্রতিকের প্রার্থী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন, পরিবার ও নিকটাত্বীয়দের মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত করা, অনুগত না হলে কী প্রশাসন, কী সংবাদকর্মী বা দলীয় নেতা তাকে শকুনের দৃষ্টিতে দেখা, মিডিয়ার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটতে মধ্যরাতে সংবাদকর্মীকে তার বাড়িতে গিয়ে কেক কাটা ও মন্ত্রীর শুভকামনার ফুটেজ নিতে বাধ্য করা। রাস্ট্রের উন্নয়ন ঠিকেদারী কাজে সেজ ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও দুলাভাই আবদুস সামাদ বাবলু বিশ^◌াসকে পাইয়ে দিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা মন্ত্রীর রাজত্বের পতন ঘটিয়েছে। চাউর আছে ৪ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সেনাবাহিনীর হেফাজতে ছিল মন্ত্রী। এখন ঢাকাতেই আত্মগোপনে আছে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। সেই দাপটে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে এখন নেই কোন জনমানব। বাড়ির পাশের গাছগুলোতেও পাখিরা বসছেনা। ক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভের চিহ্ন বাড়িটি দেখতে গ্রাম থেকে মানুষ আসছে। অনেকে থুতু দিচ্ছেন বাড়ির আঙ্গিনায়। কেউ কেউ জায়গাটিতে জলবিয়োগও করছেন।

শনিবার সকাল ৮ টায় ও বেলা ১১টায় বাড়ির গেটে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করেও ভেতর থেকে কেউ কোন উত্তর দেননি। পাশের ব্যবসায়ীরাদের দু‘জন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান- এখন মন্ত্রীর বড়ভাই কথিত মুক্তিযোদ্ধা শহিদ সাদিক হোসেন বাবলু, মেজভাই শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল অবস্থান করছেন। তবে তারা কেউ বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেনা। নিকট স্বজনরা গোপনে আনাজপাতিসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে রাতের বেলা গোপনে দিয়ে যাচ্ছেন।
ঢাকায় শিক্ষকতা ছেড়ে ২০১৪ সালে বিতর্কিত ভোটে এমপি এবং ২০১৮ সালে ফের বিতর্কিতভোটে এমপি নির্বাচিত হয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হন ফরহাদ হোসেন। ২০২৪ ৩য়বারের মতো আবারও বিতর্কিত ভোটে এমপি নির্বাচিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রী হন।

ফরহাদ হোসেন মন্ত্রী হয়ে মারাত্মক বেপরোয়া হয়ে পড়ে । জনপ্রশাসন মন্ত্রী হবার পরপরই তিনি নিয়োগ বাণিজ্যে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। মেহেরপুরের বারাদি ইউনিয়নের সচিব পদে কামরুজ্জামান নামে একজনকে নিয়োগ দিতে ৩৮ লাখ টাকা ঘুষ নেয়া ফেসবুকে চরমভাবে ভাইরাল হয়। মেহেরপুর পৌর কলেজকে সরকারি করণে কলেজের নাম পরিবর্তণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর বাবার নামে ‘ছহিউদ্দীন ডিগ্রী কলেজ’ নাম করণ করে। এবং কলেজ থেকে ২৫ লাখ টাকা নেয়ার কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বাণিজ্য ছিলো স্মরণ কালের।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর প্রচার হবার সাথে সাথে বিক্ষুদ্ধ জনতা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে। মন্ত্রী পরিচালিত দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পর মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। এসময় মন্ত্রীর নির্দেশে ২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি পুলিশের কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় মেহেরপুর জেলা জামাতের সহকারী সেক্রেটারি তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। মন্ত্রীর বাড়ির সামনের অংশে যখন ভাংচুর শুরু হয় তখন ঝিঁঝি পোকারাও ডাক বন্ধ করে দিয়েছে। সামনের ভেটুল গাছটিসহ আশপাশের গাছগুলোতে আশ্রয়ে থাকা পাখিরাও হামলাকারীদের প্রতিরোধে হাঁক ডাক, চিৎকার করা বন্ধ করে দেয়। এসময় ত্রাণকর্তা হয়ে ক্রসফায়ারের নামে নিহত তারিক মোহাম্মদের ভাই মোহাম্মদ তাওফিকুল ইসলাম বুক আগলে ক্ষুব্ধ জনতাকে প্রতিরোধ করে আগুণ নিয়ন্ত্রণে আনে।

তাওফিকুল ইসলাম শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর পৌর কমিটির সভাপতি। মন্ত্রীর নির্দেশে যেখানে বন্দুক যুদ্ধের নামে ভাইকে

হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার কথা। সেখানে মন্ত্রীর বাড়ি রক্ষায় বুক আগলে প্রতিরোধ করে মেহেরপুরে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে তাওফিকুল ইসলাম।

মেহেরপু পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলো অথচ মেহেরপুর পৌরসভার দূর্ভাগ্য যে পৌরসভার উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রী নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তিনি আরও বলেন, কোন সরকারি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হিসেবে আমাকে আমন্ত্রিত করা হলে সেই অনুষ্ঠানে হাজির হতেন না মন্ত্রী। তিনি যেসব অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন সেসব অনুষ্ঠানের ব্যানার থেকে আমার নাম বাদ দিয়ে নতুন করে ব্যানার করতে হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে। এজন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয়েছে।

দলীয় দ্বন্দ্ব প্রশ্নে দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিয়াজান আলী বলেন, দির্ঘ প্রায় দেড়যুগ সবকিছু হয়েছে মন্ত্রীর ইচ্ছামতো, পদ বণ্টন হয়েছে মন্ত্রীর স্বজনদের মধ্যে। দলের কোন নেতা-কর্মীকে মূল্যায়ন করা হয়নি। আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে বিচার প্রার্থণা করে আসছিলাম। প্রকৃতিই তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজার পদত্যাগের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম রেজা পদত্যাগের দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ অবস্থান কর্মসূচি করে।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে অবৈধ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজার পদত্যাগের দাবীতে এ অবস্থান কর্মসূচির পালন করা হয়।

অবস্থা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু ও যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, অবৈধ ভোটে নির্বাচিত হওয়া চেয়ারম্যান সেলিম রেজা সাধারণ মানুষদের হয়রানি করেছে। আমরা জেলা প্রশাসককের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ইউনিয়ন পরিষদকে দ্রুত প্রশাসনের আওতায় আনার জন্য।

এছাড়াও এসময় জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, রেজাউল, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির কার্যালয় পোড়ানোর মামলায় ৪ আসামি আটক

গত ৪ আগস্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয় পোড়ানোর মামলার ৪ আসামিকে আটক করেছে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের আভিযানিক দল।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব-৬।

আটককৃতরা হলো, গোয়ালপাড়া গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে মোঃ অসিম হোসেন (৩৫), পৈলানপুর গ্রামের মৃত শমসের মোল্লার ছেলে আজাদ মোল্লা(৪০), নারায়ণপুর গ্রামের লিয়াকত মোল্লার ছেলে স্বপন মোল্লা (৪২) ও চুয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আত্তাব উদ্দিনের ছেলে সাজিজুল ইসলাম সাজে (৩৪)। সাজিজুল ইসলাম সাজে সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আটককৃতদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

এর আগে গতকাল শনিবার এই মামলায় র্যাব অভিযান চালিয়ে সদর উপজেরার মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলমগীর আজাদ সম্রাটসহ ৬জনকে

আটক করে থানায় সোপর্দ করে।

মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটন, যুবলীগ নেতা পেরেশানসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে পৌর মেয়র জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান হিরণসহ ২৮ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ রবিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে এ মামলা দায়ের করেন ইমন বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তি। যার মামলা নম্বর সিআর ৯০৫/২৪। দণ্ডবিধির ১৮৬০ এর ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৩৮০/৩৮৩/৪২৭/৪৪৭/৫০৬(২)/১১৪/৩৪ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

মামলার বাদির পক্ষের আইনজীবী অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক শারমিন নাহার সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন বোসপাড়ার যুবলীগ নেতা নাহিদ, শেখ পাড়ার রিয়েল, পেরেশানের ভাই সোহানুর রহমান বাদশা, ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুবলীগ নেতা মাহাবুব খা, পেয়াদা পাড়ার লিখন, স্কুল পাড়ার ইয়ানুস, ভুমি অফিস পাড়ার তুফান, রাধাকান্তপুরের সাজিজুর রহমান সাজু, বড়বাজারের কাজল দত্ত, হোটেল বাজারের আব্দুল হাই, থানা রোডের মেজবাহ উদ্দিন, গড়পাড়ার সাংবাদিক মিজানুর রহমান অপু, ঘাটপাড়ার রিফাতুল, পেয়াদার পাড়ার মাহাবুব ডালিম, শারাফত আলী, ফৌজদারী পাড়ার হিরক, জাহাঙ্গীর, শেখ পাড়ার ফাহাদ, বাসস্ট্যাণ্ড পাড়ার সহিদুজ্জামান সুইট, মোনাখালীর আঙ্গুর, পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার রাফিউল ইসলাম, হোটেল বাজারের

মিজানুর রহমান মিঠু, বিশ্বনাথপুরের আলমগীর সহ অজ্ঞাত ৫০/৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বাদি বলেন, আমি মেহেরপুর পৌরসভার সরকারী বালিকা বিদ্যালয় পাড়াতে আমি বসবাস করেন। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের একজন রাজনৈতিক কর্মী। ২০১৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঘটনার তারিখে দেশের এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি মোবাইলের ফেসবুক থেকে “ইমন বিশ্বাস/যুবদল মেহেরপুর” উল্লেখে একটি রাজনৈতিক পোস্ট করি। যার শিরোনাম ছিল(দক্ষিণ এশিয়ার কুখ্যাত তিন নরঘাতক: মোদী, সুচি এবং হাসিনা। প্রথমজন: গুজরাটের কসাই হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন, দ্বিতীয়জন: আরাকানের ডাইনী হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন আর তৃতীয়জন নিজ দেশে ৫’শত লোককে গুম করে শাপলা চত্তরে আলেমদের হত্যা করে লাশ গুম করেন মাঝে মাঝে বিরোধীদের গুম করবার কারণে গুমকুমারী হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন।) মর্মে পোস্ট করলে আসামীরা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় খোজাখুজি করতে থাকে। আমাকে না পেয়ে, আসামীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ১ম ঘটনার সময়ে ১ম ঘটনাস্থলে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বাড়ীতে ভাংচুর ও লুটপাট করে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি করে এবং ঘরে রক্ষিত নগদ আনুমানিক দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা চুরি করে নেয়। ৩ নং আসামী নাহিদ আমার স্ত্রীর পরনের কাপড়চোপর ধরে টানাটানি করে শ্লীলতাহানী করে ও তার শরীরে থাকা সোনার গহনা (গলার হার ৬ আনা, কানের দুল ৩ আনা, হাতের বালা ১ ভরি) জোর করে ছিনিয়ে নেয়। পরে আমার মাতা মমতাজ বেগম ঠেকাতে আসলে আসামীরা তাকে ব্যপক মারধর ও শ্রীলতাহানী করে এবং তার শরীরে থাকা সোনার গহনা (গলার হার ১২ আনা, কানের দুল ২ আনা, হাতের চুরি ৪ আনা) জোর করে ছিনিয়ে নেয় এবং আমার মাকে আসামীরা জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে আমার মার মাথার পিছনে মারাত্মক আঘাত লেগে আহত করে(তিনি পরবর্তীতে ১ বছর চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় মৃত্যুবরন করেন)।

পরে আসামীরা আমাকে যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করবে মর্মে হুমকি দিয়ে আমার বাড়ী থেকে চলে আসে এবং মটরসাইকেল যোগে শহরের রাস্তায় আমাকে খোজাখুজি করতে থাকে। আমি তৎকালীন সময়ে এজটেক ঔষধ কোম্পানীর ডিস্টিবিউটর এর ব্যবসা করতাম। ঘটনার তারিখে আমি মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন ঔষধের দোকানে ঔষধ বিক্রয়ের টাকা আদায় করে বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছিলাম। এসময়ে নীলমনি সিনেমা হল রোডের পশ্চিম বোসপাড়া পেশকারের বাগানের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে সামনের রাস্তা দিয়ে আসামীরা আসতে থাকে বিদ্যুতের আলোতে আসামীরা আমাকে

দেখে চিনে ফেলে এবং ১-২ নং আসামীরা নির্দেশ দিয়ে বলে যে, ঐ যে ইমন ধর শালাকে, এসময়ে আমি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে মটরসাইকেল যোগে পালাতে থাকে। পিছনে পিছনে আসামীরা আমাকে ধাওয়া করতে থাকে। আমি মটরসাইকেল যোগে ২য় ঘটনাস্থলে ২য় ঘটনার সময়ে উপস্থিত হলে সামনে মোড় থাকায় এবং লোকজন থাকায় আসামীরা আমাকে ধরে ঘিরে ফেলে। এসময়ে ১-২ নং আসামীর নির্দেশে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ৩ নং আসামী নাহিদ তার হাতে থাকা জিআই পাইপ দিয়ে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার নাকের উপরে স্বজোরে আঘাত করে নাক ফাটিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে, এসময়ে ৪ নং আসামী রিয়েল তার হাতে থাকা জিআই পাইপ দিয়ে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার উপরে মাথায় মাঝ বরাবর স্বজোরে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এসময়ে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ১১ নং আসামী তুফান তার হাতে থাকা জিআই পাইপ দিয়ে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার বাম চোখের ভুরুর উপরে স্বজোরে আঘাত করে যাতে কেটে ও ফেটে রক্তাক্ত জখম করে। এতে আমি সেখানে পড়ে গেলে সকল আসামীরা আমাকে ঘিরে ধরে তাদের হাতে থাকা ভোতা অস্ত্র দ্বারা আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক আঘাত করতে থাকে এবং সমস্ত শরীর নীলা-ফুলা জখম করতে থাকে।

এসময়ে অন্যান্য আসামীরা আমার মটর সাইকেলটি ভাংচুর করে আনুমানিক বিশ হাজার টাকার ক্ষয়-ক্ষতি করে। এসময়ে আসামীরা চিৎকার করে বলতে থাকে যে, শালা আমাদের নেত্রীর বিরুদ্ধে গুমকুমারী বলেছে তাই শালাকে আজ খুন করে ফেল। এতে আসামীরা আমাকে একই ভাবে মারতে থাকে এবং আমার শরীরের উপরে উঠে লাথি মারতে থাকে এবং ৩ নং আসামী নাহিদ আমার প্যান্টের পিছনের বাম পকেটে থাকা মানিব্যাগটি চুরি করে নেয়। উক্ত মানিব্যাগে আমার আদায়ের ছাব্বিশ হাজার টাকা ছিল। এর পর আঘাতের যন্ত্রনায় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে আসামীরা আমাকে মৃত ভেবে চলে যায়। এসময়ে সাধারণ পথচারীরা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে, সেখানে পুলিশ এসে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের চিকিৎসায় আমার জীবন বেঁচে গেলে চিকিৎসকরা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে নেয়।

মিথ্যা হয়রানীমূলক ভাবে উক্ত ১৭ নং আসামী মিজানুর রহমান অপু আমার নামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন/২০০৬(সংশোধনী/২০১৩) এর ৫৭(২) ধারা মিথ্যা মামলা দিলে, চিকিৎসাধিন অবস্থায় পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে এবং ৩ দিন চিকিৎসা শেষে পুলিশ আমাকে উক্ত মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করে।

পরবর্তীতে আমি থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে চাইলে থানা কর্তৃপক্ষ

রাজনৈতিক কারণে মামলা গ্রহণ করে নাই। এছাড়া আসামীদের হত্যার হুমকি থাকায় বাদী ভয়ে আদালতে মামলা করতে পারেন নাই।

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরের মুক্তির দাবিতে গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল

মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের নিঃসর্ত মুক্তির দাবিতে গাংনতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু’র দিক নির্দেশনায় সর্বস্তরের জনতা এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির হাসপাতাল বাজার কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড়বাজার শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক এম রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি আব্দুল্লাহ আল হাসান শাওন।

এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্র দল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ সর্বস্তরের জনগণ অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সৈরাচারী জালিম সরকারের বাংলাদেশের সফল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে মিথ্যা মামলায় আটক করে দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে রেখে নির্যাতন করেছে। জালিম সরকার মিথ্যা জবানবন্দি আদায় করতে তাকে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করেছে। আমরা অবিলম্বে সাবেক সফল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

লুৎফজ্জামান বাবরের নি:শর্ত মুক্তি দাবি করছি।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় বানভাসি মানুষের পাশে বিএনপি

দেশে চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে অসহায় বানভাসি গণমানুষের সহায়তায় ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ।

আজ শনিবার (২৪ আগষ্ট) বিকেলে শহরের টিএনটি এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বন্য কবলিত অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

বন্যাকবলিত মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, আমরা বন্যা কবলিত এলাকার জন্য ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করেছি। আপনারাও যার যার জায়গা থেকে ত্রাণ কর্মসূচিতে সবাই অংশগ্রহণ করুন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, রেজাউল, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সাবেক ইউপি সদস্য মুস্তাক রাজা, সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জান স্বপন,জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাড নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি। এসময় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট নিয়ে সিপিবির আলোচনা সভা

ছাত্র আন্দোলনে শহীদ ছাত্র এবং বন্যায় নিহত মানুষের জন্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এবং দেশের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দুঃশাসন হটাও, ব্যবস্থা বদলাও, বিকল্প গড়ো স্লোগানকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মেহেরপুর জেলা শাখার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (২৩ আগষ্ট) সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শহিদুল ইসলাম কাননের সঞ্চালনা এবং শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড ইদ্রিস আলী ও অতিথি হিসেবে কমরেড হাবিবি জহির উপস্থিত ছিলেন। এসময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কমরেড মুসা করিম, সিদ্দিকুর রহমান, রফিক উদ্দিন, মাহমুদুল ইসলাম, উষা, পাভেল, এড: মিজানুর রহমান সহ নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ নায়েব আলীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ রুহুল আমীন।

এসময় প্রধান অতিথি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে বলেন, এদেশে কেউ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেদিকে আমাদের সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দূর্নীতি করে কেউ যেন পার পেয়ে না যায় সেজন্য আপনাদের কে তথ্য দিয়ে প্রশাসন কে সাহায্য করতে হবে। ভাল কে ভাল বলার সৎ সাহস আপনাদের কাছে আমরা কামনা করি। সমাজের ইতিবাচক খবর গুলোকে আপনারা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবেন, যেন সমাজের মানুষ ইতিবাচক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সকল নেতা কর্মী মাদকমুক্ত, দূর্নীতি মুক্ত, দখলদার মুক্ত, টেন্ডারবাজ মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, গ্রুপিং মুক্ত, জামায়াতের মূল শক্তি আল্লাহর উপর ভরসা, ধৈর্য্য এবং দলীয় শৃংখলা তার পরেও যারা আমাদের গালিদেয়, মারে, জেলে পুরে হত্যা করতে চাই, শত্রুতা করতে চাই, তাদের রাজনৈতিক শক্তি কি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি? তারা কি দেশ এবং জাতীর জন্য কিছু করতে চাই না নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনীতি করে? এই প্রশ্ন আপনাদের মাধ্যমে জাতীর কাছে রাখলাম। আমরা বিশ্বাস করি দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি আখেরাতের জীবনের সূচনা, দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজের হিসাব আখেরাতে দিতে হবে ।

দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী আখেরাতের জীবন স্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে সুখ দুঃখ উভয়ই আসে আর আখেরাতে শুধুই সুখ অথবা শুধুই দুঃখ । আমরা জামায়াত কর্মীরা আখেরাতের জীবন কে প্রাধান্য দেয় বলেই দুনিয়ার এই তথাকথিত প্রতিযোগীতায় গিয়ে অর্থশালী হতে আগ্রহী হয় না। শেখ হাসিনা সরকার এক “দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে সাংবাদিক দের স্বাধিনতা হরণ করেছিল। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এক দলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্য ডিজিটাল আইনে শত শত মামলা করলেও, সাগর রুণীর হত্যা সহ অসংখ্য সাংবাদিক’দের হত্যার বিচার হয়নি। বরং দিনের পর দিন উক্ত হত্যা মামলার বিচার বিলম্বিত করে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমরা চাই আইন বর্হিভূত হত্যার বিচার হোক। সকল দূর্নীতির বিচার হোক। সকলেই আইনের শাসনের আওতায় আসুক। সরকারের সকল কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক সহ সরকারী সকল দপ্তর রাজনীতি মুক্ত হোক।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আবেদ উদ দৌলার সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাও মোঃ আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ মাসুদ পারভেজ রাসেল, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন শাখার আমির মোঃ আবুল বাশার। মতবিনিময় সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া।

বিএনপি নেতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) সামস আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) শামসুল ইসলাম সামস ইন্তেকাল ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন করেছেন।
আজ সকাল ৮টার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আজ বাদ জহুর ঢাকার বারিধারা ডিওএইচএস মসজিদে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) শামসুল ইসলাম সামস মেহেরপুরের স্টেডিয়াম পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। এর আগে তিনি মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীসহ ১৬৬

জনের নামে করা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন

মেহেরপুরে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন মামলার বাদি হাসনাত জামান।

মামলাটিতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল সহ ১৬৬ জনকে আসামি করা হয়েছিল। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার ২১ আগষ্ট দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, প্রকৃত আসামীদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ ব্যাক্তিদের নাম আসামি তালিকায় ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে দায়েরকৃত মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছিলো। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক এবং মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মন্জুরুল ইমাম বাদী ও আইনজীবীর বক্তব্য শোনেন। অতঃপর মেহেরপুর সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়াকে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বাদি হাসনাত জামান বলেন, ‘আমরা চাই না কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির শিকার হোক। এজন্য প্রকৃত আসামীদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ ব্যাক্তিদের নাম আসামি তালিকায় ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছি।’

মেহেরপুর জেলা বারের সভাপতি ও বাদি পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ‘বাদি স্পেশাল ট্রাইবুনালে ১৬৬ জনের নামে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে একটি মামলা করেছিলো। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং মেহেরপুর সদরন থানা মামলাটি এফআইআর ভূক্ত করে প্রতিবেদন দিয়েছিলো। আজ বাদি আসামি তালিকায় ভূল হয়েছে জানিয়ে স্পেশাল ট্রাইবুনাল, মেহেরপুরে ১/২০২৪ নম্বর মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করে।আমি বাদির পক্ষের আইনজীবী হিসেবে আদালতে

বাদিকে সহযোগিতা করেছি মাত্র।

উল্লেখ্য, মেহেরপুরে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জন নামিয় এবং অজ্ঞাত আরও ১০০ জনে বিরুদ্ধে সোমবার (১৯ আগস্ট) মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছিলেন।